৮ মাস পার, হয়নি জেলা আওয়ামী লীগের পুর্ণাঙ্গ কমিটি

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন শেষ হয়েছে ৮ মাস আগে। সম্মেলনে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ৮ পদের নাম ঘোষনা করা হয়। তবে এখনো পূর্ণাঙ্গ কমিটি প্রকাশ করা হয়নি। কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সম্মেলনও শেষ হয়েছে। তবে শিঘ্রই পুর্ণাঙ্গ কমিটির তালিকা কেন্দ্রে জমা দেওয়া হবে।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২২ সালের ১৬ মে মেহেরপুর ড. শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কে জেলা আওয়ামী লীগের ত্রি বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আ.ফ.ম বাহাউদ্দিন নাসিম, খুলনা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক উপ্◌িস্থত ছিলেন। সম্মেলন শেষে আ.ফ.ম বাহাউদ্দিন নাসিম সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ৮ সদস্যর কমিটি ঘোষণা করেন।

কমিটিতে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপিকে পুনরায় সভাপতি ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান পুনরায় সাধারণ সম্পাদক করা হয়। একই সঙ্গে সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মিয়াজান আলী, শহর আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সদর উপজেলা চেয়ারম্যান এ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, আব্দুস সালাম বাবলু বিশ্বাস, সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মান্নানকে সহ-সভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দিন বিশ্বাসকে সহসভাপতি এবং এ্যাড. ইব্রাহিম শাহীনকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। একই দিনের জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীনকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় পরিষদের সদস্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, নতুন কমিটি ৮ মাস পার করলেও দিবস পালন ছাড়া দলীয় কোন কর্মসূচী করতে দেখা যায়নি। দিবসগুলোও পালন হয়ে থাকে পৃথক পৃথক স্থানে ব্যক্তি কেন্দ্রীক। একই অভিযোগ করেছেন জেলা কমিটির নতুন একাধিক সদস্যও। তাদের দাবী সবার মতামতের ভিত্তিতে দ্রুত পুর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড গতিশীল করা।

এ ব্যাপারে জেলা কমিটির সহ-সভাপতি এ্যাড মিয়াজান আলী বলেন, ৮ মাস আগে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ৮ সদস্যর কমিটি ঘোষণা করা হয়। এর পর থেকে আমাদের নিয়ে জেলা আওয়ামী লীগের কোন মিটিং করা হয়নি। ফলে সাংগঠনিক কার্যক্রম একেবারেই স্থবির হয়ে আছে। শুনেছি কমিটির জন্য খসড়া তালিকা করা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে আমার কোন মতামত নেওয়া হয়নি। তবে সবার মতামতের ভিত্তিতে কমিটি করা হলে রাজনৈতিক ঐক্যতা বজায় থাকবে এবং দলীয় কার্যক্রমে গতি আসে।

মিয়াজান আলী বলেন, আগেও সম্মেলনের ৪৫দিনের মধ্যে পুর্নাঙ্গ কমিটি করার জন্য মৌখিক নির্দেশনা ছিলো। এবার তা গঠনতন্ত্রে সংশোধনীর মাধ্যমে ৪৫ দিনের মধ্যে কমিটির করার বাধ্যবাধকতা করা হয়েছে।

জেলা আওয়ামী লীগের আরেক সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান বলেন, কয়েকটি দিবস পালন ছাড়া জেলায় আওয়ামী লীগের দলীয় কোন কার্যক্রম হয়নি। সাংগঠনিক কার্যক্রম পুরোই স্থবির হয়ে আছে। যা পালন করা হয় তা ব্যক্তি কেন্দ্রীক। পুর্নাঙ্গ কমিটি না হলে দলীয় কার্যক্রম গতিশীল হবে না। জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে পুর্ণাঙ্গ কমিটি করবেন এটাই নিয়ম। আমরা অপেক্ষায় আছি এ বিষয়ে সভাপতি ও সেক্রেটারী কোন মতামত নেন কিনা। তার আগে এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করছি না। তবে কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক দুজনের সাথে আমার কথা হয়েছে মেহেরপুর থেকে কোন কমিটি জমা হয়নি বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

তিনি আরো বলেন, সভাপতি-সেক্রেটারী কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সাথে মতামত নিয়ে এ পুর্নাঙ্গ কমিটি গঠন করবেন এটাই হওয়ার কথা। যদি তারা আমাদের মতামত না নিয়ে কমিটি জমা দেন, তখন আমরা কেন্দ্রে আমাদের মতামত জানাবো।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ এম এ খালেক বলেন, ৭১ সদস্য বিশিষ্ট পুর্ণাঙ্গ কমিটির জন্য খসড়া তালিকা তৈরি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মেলনের ৪৫ দিনের মধ্যে জেলা কমিটি জমা দেওয়ার কথা। খুব শিঘ্রই পুর্ণাঙ্গ কমিটির জন্য তালিকা কেন্দ্রে জমা দেওয়া হবে।

দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে বিজয় নিশ্চিত করতে সবুজ-মাসুদ সংগঠণের প্যানেল ঘোষনা

কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনের আরমাত্র ১ দিন বাকি। নির্বাচনকে ঘিরে নানা জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ভোট গ্রহণের আগেই বিজয় নিশ্চিত করতে সবুজ-মাসুদ সংগঠণের কর্ণধররা প্যানেল ঘোষনা দিয়েছেন।

সবুজ-মাসুদ এক তৃতীয়াংশ ভোটার নিয়ে প্যানেল ঘোষনা দেয়ায় তাদের বিজয় অনেকটা নিশ্চিত বলে শ্রমিক-কর্মচারীরা মনে করছেন। তবে কেরুজ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন নির্বাচন মানে ভিন্নকিছু। ভোট গণনা শেষে বিজয়ীরা পরবেন বিজয়ের মালা। তা দেখতে শনিবার ভোট গণনা পরবর্তী ফলাফল ঘোষনা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ভোটারদের।

দর্শনা কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন ৪ ফেব্রুয়ারি। সে হিসাবে নির্বাচনের আরমাত্র ১দিন বাকি। প্রসাশন ভান্ডার, স্বাস্থ্য বিধান, ইমারত, সেনিটেশন, হাসপাতাল, চোলাই মদ কারখানা, ডিস্টিলারী, বিদ্যুত ও কারখানা, প্রকৌশলী, পরিবহন, ইক্ষু উন্নয়ন, ইক্ষু সংগ্রহ বিভাগ মিলে ভোটার সংখ্যা ১ হাজার ১৮৯ জন ভোটার।

এ ভোটারের বিপরীতে সভাপতি পদে বর্তমান সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ (ছাতা) ও সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী (বাইসাইকেল) প্রতীকে লড়বেন। সহসভাপতি পদে নির্বাচিত হবেন ২ জন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এসএম কবীর (কলস), আনিসুর রহমান (গরুরগাড়ী), রেজাউল করিম টেবিল ও মফিজুল ইসলাম (তালাচাবী), সাধারণ সম্পাদক পদে ৮ বারের নির্বাচিত বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ (চাঁদতারা), সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম প্রিন্স (আনারস) ও নতুন প্রার্থী জয়নাল আবেদীন নফর (হারিকেন) প্রতিক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মাঠে থাকবেন। যুগ্নসম্পাদক পদেও ২ নির্বাচিত হবেন। ভোট যুদ্ধে মাঠে রয়েছেন বর্তমান যুগ্নসম্পাদক খবির উদ্দিন (আম), সাবেক সহসভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান (চেয়ার), হাফিজুর রহমান (হাস), মহিদুল ইসলাম (হাতপাখা) ও আতিয়ার রহমান (মাছ) প্রতিকে ভোট করবেন।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ইকবাল হোসেন (কাপপিরিচ) ও বাবুল আক্তার

(প্রজাপতি), দফতর সম্পাদক পদে সালাউদ্দিন সনেট (উড়োজাহাজ) এবং আবুল হোসেন (হরিণ), প্রচার সম্পাদক পদে সাংবাদিক ইয়াসির আরাফাত মিলন (কুড়েঘর), মিজানুর রহমান (মোড়গ) ও আব্দুল কুদ্দুস (মোবাইল ফোন)। কোষাধ্যক্ষ পদে কায়েশ আব্দুল্লাহ (রিকশা ও আবু সাঈদ (কাঠাল) প্রতীকে ভোট করবেন। এ ছাড়া ৭ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১ ও ৬ নং ওয়ার্ডে ৪ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। যারা ভোট যুদ্ধে রয়েছেন তাদের মধ্যে ২ নং ওয়ার্ডে বাবর আলী (বেলচা), আব্বাস আলী (বালতি) ও আমিরুল ইসলাম (ডাব)। ৩ নং ওয়ার্ডে জাহিদুল ইসলাম (ডাব), মোজাহারুল ইসলাম (হাতুড়ি), শরিফুল ইসলাম (টর্চলাইট) ও শফিকুল ইসলাম (আখের আটি)। ৪ নং ওয়ার্ডে মতিয়ার রহমান (ডাব), কামরুল হাসান লোমান (আখের আটি), মাহমুনুল হাসান (টর্চলাইট)। ৫ নং ওয়ার্ডে সাইফ উদ্দিন সুমন (ডাব), সাহেব আলী (টর্চলাইট) ও হারিজুল ইসলাম (আখেরআটি) এবং ৭ নং ওয়ার্ডে জাহিদুল ইসলাম (গাভী), জহিদুল ইসলাম (বালতি) ইদ্রিস আলী (ডাব), রবিউল ইসলাম (বেলচা) আজাদুল ইসলাম (হাতুড়ি) ও তারাপদ (আখেরআটি) প্রতিকে নির্বাচন করবেন। এবারের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান কেরুজ চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) সাইফুল ইসলাম, সদস্য সচিব পরিবহন বিভাগের (প্রকৌশলী) আবু সাইদ, সদস্য প্রশাসন বিভাগের উপ-ব্যবস্থাপক (পার্সনাল) আলআমিন, উপ-ব্যবস্থাপক (হিসাব) জাবেদ হাসান, জুনিয়ার অফিসার (বানিজ্যিক) জহির উদ্দিন।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানাগেছে, প্রশাসন ও হিসাব বিভাগে ১০৯, ওয়ার হাউজ ও ডিস্টিলারী বিভাগে ১৫৪ জন, পরিবহণ বিভাগে ১৮৫ জন, ইক্ষুসংগ্রহ বিভাগে ১৫৪ জন, ইক্ষু উন্নয়ন বিভাগে ১২৫ জন, উৎপাদন বিভাগে ২৫০ জন এবং প্রকৌশলী বিভাগে ভোটার রয়েছে ২১২ জন। যারা ভোট দিয়ে ২৫ জনকে নির্বাচিত করবেন। এ নির্বাচনকে ঘিরে চলছে নানা সমিকরণ।

সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে প্যানেল ঘোষনা করেছেন সভাপতি প্রার্থী ফিরোজ আহমেদ সবুজ সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী মাসুর রহমান মাসুদ। এক তৃতীয়াংশ ভোটর নিয়ে প্যানেল ঘোষনা করায় তাদের বিজয় অনেকটা নিশ্চিত বলে শ্রমিক-কর্মচারীরা মনে করছেন। সব প্রশ্নের উত্তর জানতে শনিবার ভোট গণনা শেষে ফলাফল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে সকলকে।

দামুড়হুদায় জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস পালিত

‘নিরাপদ খাদ্য ও সমৃদ্ধি জাতি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চাবিকাঠি ‘ এ উপপাদ্যকে সামনে রেখে দামুড়হুদায় জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস পালিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় দামুড়হুদা কোষাঘাটা গ্রামে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের মিশ্রখামার মিলনায়তনে নিরাপদ খাদ্য দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে দামুড়হুদা উপজেলা শহরে এক শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় এবং শোভাযাত্রা শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়েভ ফাউন্ডেশনের আয়োজনে পিকেএসএফের সহযোগীতায় ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক জহির রায়হানের সভাপতিত্বে ও ফাউন্ডেশনের কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ শওকত হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সজীব পাল, দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান মনির, ফাউন্ডেশনের অনুষ্ঠান উপদেষ্টা আব্দুস শুকুর, জ্যেষ্ঠ সমন্বয়কারী কামরুজ্জামান যুদ্ধ ও জিল্লুর রহমান, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার হোসেন বকুল।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, খাদ্যজনিত অসুস্থতা রোধ করতে খাদ্য নিরাপদ রাখা অপরিহার্য। মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করে কৃষক তার অজান্তেই সব্জি ও ফলমূল বিষাক্ত করে তুলছেন। সেটা সচেতনতার সঙ্গে দেখতে হবে যেনো ওগুলো মানুষ কিনে শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

আলোচনা শেষে কুইজ ও রচনা প্রতিযোগীতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

নাগদহ ইউপির নির্বাচনে আ’লীগের মনোনয়ন চেয়ে ৫ প্রার্থীর আবেদনপত্র জমা

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগের ৫ মনোনয়ন প্রত্যাশি দলীয় মনোনয়ন চেয়ে আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ওই ৫ প্রার্থী আবেদনপত্র জমা দেন।

আবেদনপত্র জমাদানকালে উপজেলা আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলি মাষ্টার ও সাবেক প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন।

দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশি প্রার্থীরা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুল কুদ্দুসের কাছে আবেদনপত্র জমা প্রদান করেন। দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশিরা হলেন বর্তমান চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হায়াত আলী, আওয়ামী লীগ নেতা বিপুল জোয়ার্দার, উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক খন্দঃ বজলুল করিম ও ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মিশর আলী।

আবেদনপত্র জমাদানকালে বিভিন্ন ওয়ার্ডের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকগণ ছাড়াও প্রার্থীদের কর্মি সমর্থকরাও উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য আগামী ১৬ মার্চ এই ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

স্মরণকালের কম আখ মাড়াইয়ের

রেকর্ড কেরুর

দর্শনা কের“জ চিনিকলের আখেরী হুইসেল বাজিয়ে ২০২২-২০২৩ আখ মাড়াই মৌসুম শেষ করল ঐত্যিহ্যবাহী প্রতিষ্টান কেরুজ চিনিকল।

কেরু সুত্রে জানা যায় গতকাল বৃহস্পতিবার দিনগত ভোরের দিকে এ ২০২২-২০২৩ আখ মাড়াই মৌসুম শেষ হবে। এবার ৮৪ বছরের রেকর্ড ভেঙ্গে কম আখ মাড়াইয়ে ঐত্যিহ্যবাহী কেরুজ চিনিকল। শুধু আখ মাড়াইয়ের ক্ষেত্রেই নয়, মাড়াই দিবস থেকে শুর“ করে চিনি আহরণের হার ও উৎপাদন কমের ক্ষেত্রেও এবার রেকর্ড ভেঙ্গেছে।

২০২১-২২ মরসুমে ৭০কোটি টাকা লোকসান গুনলেও এবারের লোকসানের বোঝা কমে ৬০ কোটিও পের“তে পারে বলে জানিয়েছে মাহাব্যবস্থাপক (অর্থ) মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। ২০২২-২৩ চলতি আখ মাড়াই মরসুম আজ শেষ হচ্ছে। ২০২২-২৩ আখ মাড়াই মৌসুমে ৫৩ কার্য দিবসে ৬১ হাজার ৫শ মেট্রিকটন আখ মাড়াই করে ৩ হাজার ৮৪০ মেট্রিকটন চিনি উৎপাদনের লক্ষমাত্রা নিয়ে মিল উদ্ধোধন করলেও তা তলানিতে নেমে ৪৩ কার্য দিবসে ৪৬ হাজার ৬০ মেট্রিকটন আখ মাড়াই করে চিনি উৎপাদন করেছে ২হাজর ২১৯ মেট্রিকটন। যা চিনি আহরণের হার ৫.০৫ নিম্নমুখী হওয়ায় উৎপাদনে থাকছে বিশাল ঘাটতি।

গত বছরের ২৩ ডিসেম্বর মাসে বিকালে ৭০ কোটি টাকা লোকসানের বোঝা মাথায় নিয়ে ২০২২-২৩ আখ মাড়াই মরসুমের শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ খাদ্য ও চিনিশিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান অপু। কের“জ চিনিকল কর্তৃপক্ষ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ি এ মরসুমে সর্বমোট ৪ হাজার ২৩০একর জমির আখ মাড়াই করা হয়। যার মধ্যে কের“জ নিজস্ব জমির পরিমান ছিলো মাত্র ১হাজার ৫০ একর ও কৃষকের জমিতে আখ ছিলো ৩ হাজার ১৮০ একর। লক্ষমাত্রা অনুযায়ি মাত্র ৪৩ দিনে ৪৬ হাজার ৬০ মেট্রিকটন আখ মাড়াই করে চিনি উৎপাদন নির্ধারন করা হয় সাড়ে ২ হাজার ২শ ১৯ মেট্রিকটন। চিনি আহরণের গড় হার নির্ধারণ করা ছিলো ৬.০২দশমিক শূন্য।এবারের চিনি আহরনের হার কমে ৫.০৫ দাড়িয়েছে।

কের“জ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোশারফ হোসেন জানান, আগামি মরসুমে চিনি কারখানাকে লাভজনক অবস্থায় নেয়া সম্ভব না হলেও বড়ধরণের লোকসান কমাতে প্রয়োজনীয় সবধরণের প্রস্তুতি গ্রহন করা হয়েছে। আখচাষে আগ্রহী করে তোলা হচ্ছে কৃষকদের। কৃষকদের সকল

ধরণের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। কৃষদের সাথে সভা-সমাবেশ, উঠান বৈঠক চলমান রয়েছে।

তিনি এলাকার আখচাষিদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, বেশী বেশী আখচাষ করে অধিক মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি আপনাদের মূলবান সম্পদ কের“জ চিনিকলটি রক্ষা কর“ন। তিনি আরও বলেন কৃষি প্রধান বাংলাদেশ অর্থনীতির মৃল ভিত্তি হলো কৃষি। চিনি শিল্প ছিলো কৃষি ভিত্তিক শিল্প তাই এ মিলটির জন্য যা যা করার দরকার আমি সব রকব চেষ্টা করে যাচ্ছি। তবে গতবারের তুলনায় এবার আখের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। মিল গেটে ১৪০ টাকা থেকে বাড়িয়ে দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১৮০ টাকা। এছাড়া আখক্রয় কেন্দ্রগুলোতে ১৩৬ টাকা থেকে বাড়িয়ে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১৭৬ টাকা।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোশারফ হোসেন জানান, ‘আগামী মৌসুমে চিনি কারখানাকে লাভজনক অবস্থায় নেয়া সম্ভব নাহলেও বড়ধরণের লোকসান কমাতে প্রয়োজনীয় সবধরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। আখচাষে আগ্রহী করে তোলা হচ্ছে কৃষকদের। আখচাষীদের সকল ধরণের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।

গাংনীর সিনিয়র সাংবাদিক মজনুর রহমান আকাশের ৫৭তম জন্মদিন পালন

০২ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সিনিয়ার সাংবাদিক মজনুর রহমান আকাশ’এর ৫৭ তম জন্মদিন। এই দিনে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের কুঞ্জনগর গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহন করেন ।

পিতা মৃত আব্বাছ আলী ও মা মৃত মালেকা বেগমের সন্তান তিনি। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে চাকুরি শেষে আসেন সাংবাদিকতার এই মহান পেশায়। সমাজের নানা অসংগতি,দুর্নিতি,অনিয়মের বিরুদ্ধে কলম চালিয়েছেন নির্দিধায়। সেত্যের সাথে সন্ধি করে মিথ্যার পরাজয়ে কাজ করেছেন পেশায় ২৮ বছর ।

সাংবাদিকতা পেশায় জড়িত হয়ে স্থানীয় ও বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকতা করে চলেছেন বয়সের এ পর্যায়ে এসে। বেসরকারি টেলিভিশনেও প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এখনো পেশাগত দায়িত্ব পালনে তারুন্যের ছাপ আছে শরীরে। চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রকাশিত দৈনিক খাস খবর পত্রিকায় বার্তা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন দির্ঘদিন। সেসময় নিষিদ্দ ঘোষিত লাল পতাকা,জনযুদ্ধ,কমিউনিষ্ট,পুর্ববাংলা এমন লোমহর্ষক সন্ত্রাসী বাহিনীদের বিরুদ্ধে জীবনের ঝুকি নিয়ে কলম চালিয়েছেন একের পর এক। লিখেছেন মানব হত্যার নানা গল্প। নিষিদ্ধ বাহিনীদের হাতে খন্ড খন্ড লাশের ছবিিও তুলেছেন। এভাবে জীবনের সব টুকু উজাড় করে দিয়েছেন মানুষের কল্যাণে। নিজের খেয়ে বনের মহিষ তাড়ানোর মত মফস্বল সাংবাদিকতা পেশায় থেকেও সব টুকু উজাড় করে দেয়ার চেষ্টা করা মানুষটি মজনুর রহমান আকাশ। লিখেছেন ব্যার্থ প্রেমের ছোট গল্প ও নানা ধরনের ছোট বই।

১৯৯৫ সালে কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলাদেশের বার্তা পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন মজনুর রহমান আকাশ। গাংনী প্রেসক্লাবে সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

জন্মদিন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সন্ধায় গাংনী প্রেসক্লাবের কেক কেটে জন্মদিন উদযাপন করা হয়।

এ সময় গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি তৌহিদ উদে দৌলা রেজা, সাবেক সভাপতি প্রভাষক রমজান আলীসহ প্রেসক্লাবের সকল সদস্যবৃন্দ ও সিনিয়র সাংবাদিক মজনুর রহমান আকাশের সহকর্মীবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশে ছহিউদ্দিন ডিগ্রি

কলেজ এলাকায় কম্বল বিতরণ

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি দেশরত্ন শেখ হাসিনার নির্দেশে মেধাবী অতীদরিদ্র শিক্ষার্থীদের এবং চায়ের দোকানদার ও গরীব দুখি মানুষের মাঝে শীতের উপহার কম্বোল বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজ ছাত্রলীগনেতা ও বঙ্গবন্ধু ছাত্র পরিষদের সভাপতি এস এম আল রাতুলের নেতৃত্বে এ কম্বল বিতরণ করা হয়।

এসময় বঙ্গবন্ধু ছাত্র পরিষদ সভাপতি এস এম আল রাতুল জানায়, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন এমপির সহযোগিতায় মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ও কলেজে মেধাবী অতিদরিদ্র শিক্ষার্থীদের এবং কলেজ এলাকার চায়ের দোকানদারসহ পথচারী অসহায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতের উপহার কম্বল দেওয়া হয়।

কম্বল বিতরণ করার সময় উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক পিন্টু মিয়া সাংগঠনিক সম্পাদক রনি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইমরান মাহমুদ অনিক, সাংগঠনিক সম্পাদক মমিনুর রহমান লোটাস, উপদপ্তর সম্পাদক আশিকুর রহমান প্রজ্জল,উপ-গন শিক্ষা বিষায়ক সম্পাদক বিপ্লব অরবিত রুস্তম, কলেজের শিক্ষার্থীরা।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্টভূক্ত ১১ আসামী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা ও ফাঁড়ি পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলার ১১ ওয়ারেন্টভূক্ত আসামীকে গ্রেফতার হয়েছে। গতকাল বুধবার দিনগত রাতে বিভিন্ন গ্রামে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে,চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুনের নির্দেশে থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম এর নেতৃত্বে আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ও ফোর্সরা এ অভিযান পরিচালনা করেন।

গ্রেফতারকুতরা হলেন স্টেশনপাড়ার রেজাউল ইসলামের ছেলে রবিউল ইসলাম (২৮), বন্ডবিল গ্রামের শফি মোল্লার ছেলে রিয়াজ উদ্দিন ওরফে মামুন (৪২), হারদী ইউনিয়নের বামানগর গ্রামের কাজী আজগর আলীর ছেলে আবু সালাম, একই গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে সেলিম মিয়া, শরিয়ত উল্লার ছেলে সুজন আলী,কালিদাসপুর ইউনিয়নের শ্রীরামপুর নতুনপাড়ার মৃত কিতাব আলীর ছেলে শের আলী (৪৫), একই গ্রামের ওমেজ আলীর ছেলে মানিক (৩০), উপজেলার ভোলারদাড়ি গ্রামের নিয়ামত আলীর ছেলে ইকারদ্দিন, তিয়রবিলা গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে মিন্টু বিশ্বাস,কয়রাডাঙ্গা গ্রামের রিজাউলের ছেলে আশিকুর রহমান, জামজামি গ্রামের মৃত হারান আলীর ছেলে মিলন মন্ডল।

গ্রেফতারকৃত আসামীদের আজ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

কোমর ভাঙলেও বিএনপির ষড়যন্ত্র থেমে নেই : তথ্যমন্ত্রী

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, ‘সরকারকে ধাক্কা মারতে গিয়ে বিএনপির যে কোমর ভেঙ্গে গেছে, তাদের বর্তমান কর্মকান্ডের মাধ্যমেই তার পরিস্ফুটন হয়েছে। কিন্তু বিএনপির ষড়যন্ত্র থেমে নেই। তাদের ষড়যন্ত্র সবসময় ছিল, এখনও আছে।’

বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতর সম্মেলন কক্ষে ‘উন্নয়নের নব দিগন্ত’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন তিনি। প্রধান তথ্য অফিসার মো. শাহেনুর মিয়া, সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার মুন্সী জালাল উদ্দীন, সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার খালেদা বেগম প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

গত ডিসেম্বরের পর বিএনপির কর্মচাঞ্চল্য নেই -এ নিয়ে প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান বলেন, ‘বিএনপি বলেছিল ডিসেম্বর মাসেই সরকারকে বিদায় করে দেবে, সরকারকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে। কিন্তু সরকারকে ধাক্কা দিতে গিয়ে তারা নিজেরাই পড়ে গেছে। এরপর থেকে তারা এখন হাঁটা শুরু করেছে। বিএনপি অনুধাবন করতে পেরেছে যে, সরকারকে ধাক্কা মারলে লাভ হয় না; সরকারের ভিত, আওয়ামী লীগের ভিত অনেক গভীরে প্রোথিত। আশা করবো বিএনপি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যেই থাকবে, গণতন্ত্রের পথেই হাঁটবে।’

সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি ২০০৮ সালে নির্বাচনে ২৯টি আসন পেয়েছিল, পরে উপনির্বাচনে ৩০টি অতিক্রম করেছে। ২০১৪ সালে নির্বাচন বর্জন করেছিল। ২০১৮ সালে ৬টি আসন পেয়েছিল। আগামী নির্বাচনেও তাদের সম্ভাবনা যে নাই সেটি তারা জানে, জানে বলেই তারা নির্বাচন নিয়ে, নির্বাচনকে বিতর্কিত করার জন্য, নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য এবং মানুষকে নির্বাচনবিমুখ করার জন্য নানা ধরণের কথাবার্তা বলছে।’

উকিল আব্দুস সাত্তারকে ধরে রাখতে না পারা বিএনপির ব্যর্থতা
উকিল আব্দুস সাত্তারকে ধরে রাখতে না পারাকে বিএনপির বড় ব্যর্থতা বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান। বিএনপির মহাসচিবের মন্তব্য ‘মাগুরার নির্বাচনকেও হার মানিয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নির্বাচন’ এ নিয়ে প্রশ্নে মন্ত্রী হাছান বলেন, ‘সেখানে যেহেতু আওয়ামী লীগের কোনো প্রার্থী ছিল না, সেহেতু আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকরা যে কাউকেই পছন্দ করতে পারে। সেটি তাদের নিজস্ব ব্যাপার। সেখানে কারো জন্য কাজ করার দলীয় কোনো নির্দেশনা ছিল না। যে যার পছন্দ মতো প্রার্থীর পক্ষে কাজ করেছে। আর ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসনে আমরা প্রার্থী দেইনি সুতরাং সেখানে উকিল আব্দুস সাত্তার সাহেবকে বিএনপি ধরে রাখতে পারেনি, এটা তো বিএনপিরই বড় ব্যর্থতা।’

পয়লা ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ৬ আসনের উপনির্বাচন নিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা মাত্র ৩টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিলাম এবং সেই সব আসনে আমাদের প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে জয়লাভ করেছে এবং নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়েছে। উপনির্বাচনে সবসময় ভোটার উপস্থিতি কম থাকে। যেখানে এক বছরের কম সময়ের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন হবে, সেই বিবেচনায় এই উপনির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি খুব কম নয় এবং অত্যন্ত সুষ্ঠু, সুন্দরভাবে নির্বাচন হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪০ শতাংশ মানুষ ভোটার

হয় না। আবার যারা ভোটার হয় সেখান থেকে অর্ধেক উপস্থিত হয়। সার্বিকভাবে ২৫ শতাংশ ভোট পড়ে সেখানে। সে হিসেবে যেহেতু উপনির্বাচনে এক বছরে কম সময়ের জন্য এমপি নির্বাচিত হবে, সে হিসেবে ভালো হয়েছে।’

‘উন্নয়নের নব দিগন্ত’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন
এর আগে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের ওপর ৪৫টি ফিচারের সংকলন নিয়ে তথ্য অধিদফতর প্রকাশিত ‘উন্নয়নের নব দিগন্ত’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। প্রধান তথ্য অফিসার মো. শাহেনুর মিয়া, সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার মুন্সী জালাল উদ্দীন এতে অংশ নেন।এ সময় মন্ত্রী বলেন, ‘ভাষার মাস ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় দিনে ‘উন্নয়নের নব দিগন্ত’ বইটি প্রকাশ করার জন্য আমি তথ্য অধিদফতরকে ধন্যবাদ জানাই। গত ১৪ বছরে আমাদের দেশের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। আমরা এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি বিধায় আমাদের কাছে পরিবর্তনটা এতো বেশি অনুভূত হয় না। একটু পেছনে ফিরে তাকালে অনুধাবন করতে পারি- আমরা কোথায় ছিলাম এখন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি।’

হাছান মাহমুদ বলেন, ‘বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আজ থেকে ১৪ বছর আগে ছিলো ৪০ শতাংশ মানুষ আর আজকে শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। ১৪ বছর আগে ৪১ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করতো, এখন তা কমে ২০ শতাংশ এবং অতি দরিদ্র ১০ শতাংশ। ১৪ বছর আগে আমরা সব সূচকে পাকিস্তান থেকে পেছনে ছিলাম, ভারত থেকেও পেছনে ছিলাম। এখন সব সূচকে পাকিস্তানকে বেশ আগেই অতিক্রম করেছি, বেশিরভাগ সূচকে ভারতকেও অতিক্রম করেছি। ১৪ বছর আগে আমরা পৃথিবীর ৬০তম অর্থনীতির দেশ ছিলাম, এখন আমরা ৩৫তম। আমরা অর্থনীতির আকারে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরকেও পেছনে ফেলেছি। বাংলাদেশ এখন একটি মর্যাদাশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমালোচনা, আলোচনার মধ্যেও দেশ যে এগিয়ে যাচ্ছে সেই বিষয়টি মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্যে আমি গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানাই।’

শ্যামপুর ইউপিতে ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডার শীপের কমিটি গঠন

মেহেরপুর সদর উপজেলা শ্যামপুর ইউনিয়নের ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডার শীপের কমিটি গঠন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে কমিটি গঠন করা হয়।

সদর উপজেলা ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডারশিপের সভাপতি সানোয়ার হোসেনের সভাপতিত্ব প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর ইউপি চেয়ারম্যান ও জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মতিউর রহমান মতিন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক একে কুতুব উদ্দিন, সদর উপজেলা ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডারশিপের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

এসময় শ্যামপুর ইউনিয়নের ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডারশিপে আলমগীর হোসেন সভাপতি এবং আমেনা খাতুন সাধারণ সম্পাদিকা করে ৭০ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন, সহ-সভাপতি বৃষ্টি খাতুন,জাহিদ হোসেন, রাশেদ, বুলবুলি খাতুন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিয়াজ, সজীব, বন্যা খাতুন, পপি, সাংগঠনিক সম্পাদক সালমান, শহিদুল ইসলাম ,সামিউল ইসলাম, লালন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মুন্না, দপ্তর সম্পাদক সান্তনা খাতুন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক লাইলি খাতুন, ত্রাণ ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক অনিকা খাতুন, কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক মিতালী খাতুন, শ্রম সম্পাদক নাজমা খাতুন, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক সুমাইয়া খাতুন, আইন বিষয়ক সম্পাদ ক পান্না খাতুন, মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক জোসনা খাতুন সহ ৭০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়।